Vol. 22 | No. 2 | 1979

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাব্যনির্মাণকলা আরিস্টট্‌ল

Volume	22
Issue	2
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v22i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i2.5
Pages	158-167
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

কাব্যনির্মাণকলা আরিস্টটল।। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বর্ণমিছিল, ঢাকা। ১৯৭৬। মূল্য পনেরো টাকা। ডিমাই ১/৮। পৃষ্ঠা ১৭৬

সাহিত্যসমালোচনার আধুনিক রীতিপদ্ধতি গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু কবি ও কোবিদের বহুকালের সাধনায়; এবং লক্ষণীয়: যেমন প্রাচ্যে, তেমনি পাশ্চাত্যে স্বষ্টিশীল প্রতিভার হাতে একই সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনা রচিত হয়েছে। প্রাচ্যের আদি কবি বাল্মীকি প্রথম দুটি কাব্যপংক্তি রচনার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দু'চরণে তার বিশ্লেষণ, অর্থাৎ সমালোচনা করেন।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সমালোচনাসমূহ এসেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর মত স্বষ্টিশীল লেখকদের কলম থেকে।

পাশ্চাত্যের মহামনীষী প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' থেকে, অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায়, কবিকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন যদিও, প্লেটো স্বয়ং ছিলেন কবি আর রিপাবলিক কল্পবিশ্ব। গ্রীক নাট্যকার এরিস্টোফেনিস তার নাটকে—বিশেষতঃ 'দি ফ্রগস' নাটকে সাহিত্য সমালোচনার উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করেছেন অর্থাৎ একই সঙ্গে ঐ নাটকে তিনি নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক।

ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবৃন্দ সকলেই কবি। এবং লক্ষ্য করা যায় একজন অকবি, অর্থাৎ নিজে স্বষ্টিশীল লেখক নন এমন ব্যক্তি, কাব্যের সমালোচনায় তখনই সাফল্যলাভ করেছেন যখন তিনি ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়েছেন। ভাষ্যকারের সীমানা পেরিয়ে যখনই অকবি সমালোচক উপদেশকের ভূমিকায় গেছেন তখনই সমালোচনা বিভ্রান্তিকর ও অপাঠ্য হয়েছে। সুতরাং সমালোচকের জন্য প্রথম শর্ত: স্বষ্টিশীল প্রতিভার অধিকার; দ্বিতীয় শর্ত: স্বষ্টিশীল প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ; তৃতীয় শর্ত: সমদৃষ্টি।

বিশ্বের সাহিত্যসমালোচনার ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ এ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স'। শোনা যায় এটি মহামনীষী এ্যারিস্টটলের বক্তৃতাসমূহের অনুলিপি। সম্পূর্ণ গ্রন্থ, কালের অবক্ষয় পেরিয়ে, আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। প্রাপ্ত গ্রন্থে আছে ২৬টি পরিচ্ছেদ। কোনো পরিচ্ছেদই দুই-তিন পৃষ্ঠার বেশী দীর্ঘ নয়। এই গ্রন্থে এ্যারিস্টটলের মূল বক্তব্যকে 'অনুকরণবাদ' নামে অভিহিত করতে পারি। অনুকরণের কথা প্লেটোও বলেছিলেন। তবে তাঁর মতে মানুষ স্রষ্টার আদলে তৈরী এবং তার স্বষ্টি সাহিত্যশিল্পস্রষ্টার স্বষ্টির অনুকরণ; সুতরাং তা নকলের নকল; অতএব, অশ্রদ্ধেয়। এ্যারিস্টটল বললেন, অনুকরণ থেকেই সাহিত্যশিল্প সঙ্গীতের স্বষ্টি। তবে এ অনুকরণের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যস্বষ্টি। সৌন্দর্যস্বষ্টি পরিমিতিবোধের সঙ্গে যুক্ত। এ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদ তাই ইতিবাচক।

পোয়েটিক্সের আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে : এ গ্রন্থ বর্ণনাত্মক, উপদেশাত্মক নয়। পরবর্তী বহু শতাব্দীর সাহিত্যশিল্প সমালোচকের জন্য এ গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শস্বরূপ।

এ গ্রন্থে এ্যারিস্টটল অনুকরণের মাধ্যম বিষয় ও রীতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, অনুকরণের মাধ্যমের ভিন্নতায় সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য বিভিন্ন ; বিষয়ের উচ্চতা ও নিম্নতায় অনুকরণের ট্র্যাজেডী ও কমেডী সৃষ্টি হয়েছে ; এবং অনুকরণরীতির স্বাতন্ত্র্যে মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্য স্বতন্ত্র।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য (১৩৬৩)। মূল গ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি তিন শতাধিক পৃষ্ঠা সবিস্তার আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অনুবাদক অধ্যাপক শীতল ঘোষ (১৩৭৯) অনুবাদের সঙ্গে বিস্তৃত টীকাভাষ্য যোগ করেননি। তৃতীয় অনুবাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৩৮১) অনুবাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও কিছু টীকা সংযুক্ত করেছেন। চতুর্থ অনুবাদক অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৩) অনুবাদের প্রতি পৃষ্ঠাতে বিস্তৃত টীকা ছাড়াও ৫৮ পৃষ্ঠার একটি সুলিখিত ভূমিকা গ্রন্থটির ব্যবহার যোগ্যতা বাড়িয়েছে।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। মূল প্রাসঙ্গিক পরিভাষায় —যেমন Plot বৃত্ত, Diction বচন—তিনি সাধনকুমার অনুসারী।

টীকা রচনায় সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন তা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্বসূরী অনুবাদক বা মূলগ্রন্থ—যেখানে যার সাহায্য নিয়েছেন প্রতি ক্ষেত্রে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল।

যেমন ২২ পরিচ্ছেদের অনুবাদে তিনি ডর্‌শের টীকার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন অন্যান্য ভাষ্যকারের টীকা। গবেষকের দৃষ্টিতে তার উল্লেখ অপরিহার্য ছিল।

ডর্‌শের অনুবাদ তিনি সর্বত্র অনুসরণ করেননি বলে দাবী করেছেন। হয়ত নয়। তবে মূলতঃ তিনি ডর্‌শের নিকট ঋণী। ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার অনুসরণে অনুবাদ করার ফলে সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অনুবাদে পরিচ্ছেদসমূহে কোনো শিরোনাম নেই, শুধু সংখ্যা আছে এবং ১ পরিচ্ছেদ সূচনা বা ভূমিকা বিভাগ নেই। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ডর্‌শ অনুসরণে প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথম প্যারা ভূমিকা বলে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থ নামেও On the Art of Peotry-এর প্রতিধ্বনি এনেছেন 'কাব্যনির্মাণকলা' শব্দে।

ডর্‌শের অপর একটি প্রত্যক্ষ ঋণের পরিচয় মেলে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে। ২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

> 'কিন্তু আজকের দিনে সাহিত্যসমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি তা আরিস্টটল থেকেই শুরু হয়েছে ; এ কথা কোনো মতেই বলা চলে না। যেমন বলা চলে না হোমারের হাতেই মহাকাব্যের সূচনা হয়েছিল, অথবা চসারের হাতেই ইংরেজী কাব্যের। সাহিত্যসমালোচনার একটা অনতিলক্ষ্য বিকাশসূত্র অনেক আগেই হোমার ও হেসিয়ডের রচনায় প্রকটিত দেখতে পাই। হোমার ও হেসিওড দু'জনেই কাব্যকে ঐশ্বরিক প্রেরণার ফল মনে

করতেন। হোমারের মতে কাব্যের উদ্দেশ্য হল আনন্দ দান করা। হেসিয়ডের মতে কাব্যের লক্ষ্য উপদেশ দান করা। তাঁর মতে, সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কবির মধ্যে যে বাণীর সঞ্চরণ ঘটিয়েছেন তা লোকসমাজে প্রকাশ করে দেওয়াই কবিতার কাজ।'

এই বাক্যসমূহ টি এস ডর্শ এর Introduction (Classical Literary Criticism, 1965) থেকে অনূদিত :

> But literary criticism, as the term is understood today, did not come into being with Aristotle, any more than epic peotry came into being with Homeric poems or English poetry with Chaucer. A very rudimentary form of literary criticism may perhaps be discerned already in Homer and Heriod both of whom regard poetry as the product of divine inspiration; for Homer its function to give pleasure, for Hesiod to give instruction, to pass on the message breathed into the poet by the Muse (P.7).

এই ঋণ এবং এই জাতীয় ঋণের স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাতেই উল্লেখিত হওয়া আবশ্যক। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা অনুবাদের উৎস বিভিন্ন ইংরেজী অনুবাদ : প্রধানত: বাইওয়াটার ও ডর্শ কৃত। ঐ দুই ইংরেজী অনুবাদ ও চারটি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ থেকে পোয়েটিক্স-এর ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ নিয়ে পরপর উদ্ধৃত হল, এতে অনুবাদকদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

INGRAM BYWATER. 1920. p 95.

6

Reserving hexameter poetry and comedy for consideration hereafter, let us proceed now to the discussion of Tragedy; before doing so, however, we must gather up the definition resulting from what has been said. A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in seperately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. Here by 'language with pleasurable accessories' I mean that with rhythm and harmony or song superadded; and by 'the kinds separately' I mean that some portions are worked out with verse only, and others in turn with song.

1. As they act the stories, it follows that in the first place the spectacle (or stage-appearance of the actors) must be some part of the whole; and in the second Melody and Diction, these two being the means of their imitation. Here by 'Diction' I mean merely this, the composition of the verses; and by 'Melody', what is too completely understood to require explanation. But further : the subject represented also is an action; and the action involves agents, who must necessarily have their distinctive qualities both of character and thought, since it is from these that we ascribe certain qualities to their actions. There are in the natural order of things, therefore, two causes, character and thought, of their actions, and consequently

of their success or failure in their lives. Now the action (that which was done) is represented in the play by the Fable or Plot. The Fable,' in our present sense of the term, is simply this, the combination of the incidents or things done in the story; whereas character is what makes us ascribe certain moral qualities to the agents ; and thought is shown in all they say when proving a particular point or, it may be, enunciating a general truth. There are six parts consequently of every tragedy, as a whole, that is, of such or such quality, viz. a Fable or Plot, Characters, Diction, Thought, Spectacale and and Melody; two of them arising from the means, one form the manner and three from the objects of the dramatic imitation; and there is nothing else besides these six. Of these, its formative elements, then, not a few of the dramatists have made due use, as every play, one may say, admits of Spectacle, Character, Fable, Diction, Melody and Thought.

T. S. Dorsch. 1965 (reprint 1967). Pp. 38-39

Chapter 6

A Description Of Tragedy

I SHALL speak later about the form of imitation that uses hexameters and about comedy, but for the moment I propose to discuss tragedy, first drawing together the definition of its essential character from what has already been said.

Tragedy, then, is a representation of an action that is worth serious attention, compete in itself, and of some amplitude; in language enriched by a variety of artistic devices appropriate to the several parts of the play ; presented in the form of action, not narration; by means of pity and fear bringing about the purgation of such emotions. By language that is enriched I refer to language possessing rhythm, and music or song ; and by artistic devices appropriate to the several parts I mean that some are produced by the medium of verse alone, and others again with the help of song.

Now since the representation is carried out by men performing the actions, it follows, in the first place, that spectale is an essential part of tragedy, and secondly that there must be song and diction, these being the medium of representation. By diction I mean here the arrangement of the verses; song is a term whose sense is obvious to everyone.

In tragedy it is action that is imitated, and this action is brought about by agents who necessarily display certain distinctive qualities both of character and of thought, according to which we also define the nature of the actions. Thought and character are, then, the two natural causes of actions, and it is on them that all men depend for success or failure. The representation of the action is the plot of

the tragedy; for the ordered arrangement of the incidents is what I mean by plot. Character, on the other hand, is that which enables us to define the nature of the participants, and thought comes out in what they say when they are proving a point or expressing an opinion.

Necessarily, then, every tragedy has six constituents, which will determine its quality. They are plot, character, diction, thought, spectacle, and song. Of these, two represent the media in which the action is representated, one involves the manner of representation, and three are connected with the objects of the representation; beyond them nothing further is required. These, it may be said, are the dramatic elements that have been used by practically all playwrights; for all plays alike possess spectacle, character, plot, diction song, and thought.

সাধনকুমার ভট্টাচার্য। ১৩৬৩। পৃ. ৪৫-৪৬

যে কাব্য ষট্‌মাত্রিক ছন্দে লেখা হয় তার সম্বন্ধে এবং কমেডির সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন, আগে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকে ট্র্যাজেডির একটা মোটামুটি সংজ্ঞা তৈরী করে নিয়ে, ট্র্যাজেডি আলোচনা করা যাক।

ট্র্যাজেডি—'গুরুতর' 'সমগ্র' এবং 'বিশেষ আয়তনের' ঘটনার অনুকরণ;—(অনুকরণের) ভাষা সর্বপ্রকার কাব্যিক অলঙ্কারে ভূষিত—নাটকের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম অলঙ্কার প্রযুক্ত, (অনুকরণ) রীতি কাব্যাত্মক—বর্ণনাত্মক নয়; (অনুকরণের) উদ্দেশ্য করুণ রস এবং ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করা তথা উক্ত আবেগগুলির মোক্ষণ করা। "অলঙ্কারে ভূষিত ভাষা" বলতে আমি সেই ভাষার কথা বলেছি যাতে ছন্দ, সঙ্গতি এবং সংগীত ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। "বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম" বলতে আমি এই বুঝাতে চাই যে কোন অংশ শুধু ছন্দে প্রকাশিত কোন কোন অংশ গানের সাহায্যে প্রকাশিত।

এখন, 'ট্র্যাজিক' অনুকরণ বলতে যখন বুঝায় ব্যক্তির কর্মরত অবস্থার রূপ, তখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, প্রথমতঃ, এ হবেই যে দৃশ্যসজ্জা ট্রাজেডির অন্যতম অঙ্গ। তারপর গান এবং বাচন (*বচনশৈলী বা ভনিতি)। কারণ এরাই হল অনুকরণের মাধ্যম। বাচন (Diction) ব'লতে আমি বুঝি—শুধু শব্দসমূহের মাত্রাগত বিন্যাস। আর সংগীতের অর্থ সকলেই বুঝে।

তারপর ট্র্যাজেডি কার্য্যের বা ঘটনার অনুকরণ। কার্য্য বলতেই কার্য্যের কর্ত্তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে এবং কর্ত্তা তারাই যারা চিন্তা ও চরিত্রের বিলক্ষণ গুণের অধিকারী। কারণ এই গুণগুলি দিয়েই তো আমরা কার্য্যগুলিকে বিশেষিত করে থাকি এবং এইগুলি—চিন্তাও চরিত্র—সেই স্বাভাবিক কারণ যা থেকে কার্য্যের উৎপত্তি ঘটে থাকে; আর এই কার্য্যের পরেই শেষ পর্যন্ত সফলতা বিফলতা নির্ভর করে। সুতরাং বৃত্ত হচ্ছে কার্য্যের অনুকরণ:—আর বৃত্ত বলতে বুঝি—ঘটনার বিন্যাস। 'চরিত্র' বলতে বুঝি

—সেই ধর্মটি যা থাকার ফলে ব্যক্তিতে আমরা গুণ আরোপ করে থাকি। চিন্তার অবকাশ সেখানে যেখানে কোন সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করা হয়, অথবা সাধারণ সত্যকে স্থাপিত করা হয়। প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে, সুতরাং ছয়টি অংশ আছে আর এতেই ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যথা; বৃত্ত, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্য, গান। এই অংশের মধ্যে দুটি—অনুকরণের মাধ্যম একটি রীতি এবং তিনটি অনুকরণের বিষয়। এই কয়টিতেই তালিকাটি সম্পূর্ণ। এই সব উপাদান, আমরা বলতে পারি, প্রত্যেকটি কবিই প্রয়োগ করেছেন; বস্তুত: প্রত্যেক নাটকেই দৃশ্য. চরিত্র, বৃত্ত, সংলাপ, গান ও চিন্তা দেখা যায়।

শীতল ঘোষ। ১৩৭৯। পৃ. ৯-১০

যে কাব্য হেক্সামিটার ছন্দে রচিত হয় তার সম্বন্ধে এবং কমেডি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। ইতিপূর্বে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তা থেকে ট্র্যাজেডির একটা নিয়ম মাফিক সংজ্ঞা নির্ণয় করে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ—পূর্ণাঙ্গ—পরিমিত আয়তন বিশিষ্ট ঘটনার অনুকরণ; যার ভাষা প্রত্যেক রকমের শিল্প অলংকারে সজ্জিত, নাটকের বিভিন্ন অংশে যার কতগুলি ধরনের প্রকাশ ঘটেছে; বর্ণনামূলক নয়, ক্রিয়া-কলাপের আকারে; শোক ও ভয়ভাব উদ্রেকের মাধ্যমে এই ভাবগুলির যথাযথ মোক্ষণ ঘটে। "অলংকৃত ভাষা" বলতে আমি সেই ভাষার কথা বলতে চেয়েছি যে ভাষার মধ্যে রয়েছে ছন্দ, সুর এবং সঙ্গীত। "বিভিন্ন অঙ্গে কতকগুলি ধরনের" বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে কোন কোন অংশ ছন্দের মাধ্যমে আবার কোন কোন অংশ সঙ্গীতের সাহায্যে রচিত।

এখন ট্র্যাজিক অনুকরণ বলতে যেহেতু ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় সেই হেতু এটা স্বাভাবিকভাবেই আসে যে প্রথমতঃ ট্র্যাজেডির অন্যতম অঙ্গ হবে মঞ্চসজ্জা। তারপর গান এবং বচনশৈলী। কারণ এই দুটি হল অনুকরণের উপায়। বচনশৈলী বলতে বুঝায় কেবলমাত্র শব্দগুলির মাত্রা অনুযায়ী সজ্জিতকরণ। এবং "গান" এটা এমন একটা শব্দ যার অর্থ প্রত্যেকেই বোঝে।

আবার ট্র্যাজেডির বিষয় হচ্ছে ঘটনার অনুকরণ, এবং একটি ঘটনা বলতে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়—চরিত্র এবং ভাবনা উভয় বিষয়ই ব্যক্তিকে অবশ্যই কতকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণের অধিকারী হতে হবে; চরিত্র এবং ভাবনা এই দুইটি হল স্বাভাবিক কারণ বিশেষ, যা থেকে ক্রিয়াকলাপের উৎপত্তি এবং এই ক্রিয়াকলাপের উপরেই ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। সুতরাং কাহিনী হচ্ছে ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ কারণ কাহিনী বলতে আমি বোঝাতে চাই—ঘটনার সজ্জিতকরণ। চরিত্র বলতে আমি বোঝাতে চাই—সেই মহৎ ধর্মটি যা থেকে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের উপর কতকগুলো নৈতিক গুণ আরোপ করতে পারি। ভাবনার প্রয়োজন সেখানেই আছে যেখানে কোন বক্তব্যকে প্রমাণ করতে হয় অথবা একটা সাধারণ সত্যকে বিবৃত করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে ছয়টি অংশ

থাকবে যে অংশগুলি তার নিম্নস্থ বৈশিষ্টকে প্রতিপন্ন করবে—যেমন কাহিনী, চরিত্র, বচনশৈলী, ভাবনা, দৃশ্য, এবং সঙ্গীত। অংশগুলির মধ্যে দুটি হল অনুকরণের উপায় একটি রীতি আর তিনটি হল অনুকরণের বিষয় এবং এই গুলিতেই তালিকাটি সম্পূর্ণ। আমরা বলতে পারি যে এই সমস্ত উপাদানগুলিতেই প্রত্যেকটি কবি ব্যবহার করেছেন কারণ প্রত্যেকটি নাটকেই রয়েছে দৃশ্য—চরিত্র—কাহিনী—বচনশৈলী—সঙ্গীত এবং ভাবনা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ১৩৮১ (১৯৭৫)। পৃ. ৫৩-৫৫

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় : ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা]

ষট্‌মাত্রায় অনুকৃত কবিতা[৩] ও কমেডি[৪] নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, এখন ট্র্যাজেডির কথা বলা যাক। তার আগে পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা[৫] নির্ণয় করা আবশ্যক। তাহলে ট্র্যাজেডি হল গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র, এবং একটি বিশেষ আয়তনসম্পন্ন কর্মের অনুকরণ; যে অনুকরণের ভাষা সর্বপ্রকার আনন্দদায়ক শৈল্পিক অলঙ্কারে বিভূষিত, ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার যার বিশেষ বিশেষ অংশে ব্যবহৃত, যে অনুকরণ কর্মাত্মক বর্ণনাত্মক নয়, যার ঘটনা পরম্পরা করুণা

৩. অর্থাৎ মহাকাব্য।
৪. কমেডি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বোধ করি দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল। এই খণ্ড নেই।
৫. এই সংজ্ঞাই হল সমগ্র গ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দু।

ও ভীতির অনুভব সৃষ্টি করে, এবং এই অনুভবদ্বয়ের যথার্থ মোক্ষণ সম্পাদন করে।[১] অলঙ্কৃত ভাষা বলতে বুঝি তেমন ভাষা যাতে ছন্দস্পন্দ এবং সুরসঙ্গীত আছে, অথবা যাতে সঙ্গীত যুক্ত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার বিশেষ বিশেষ অংশে ব্যবহৃত বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে, কোন কোন অংশ রূপায়িত হয় শুধু ছন্দের মাধ্যমে, কোন কোন অংশ সঙ্গীতের সাহায্যে।

ট্র্যাজেডি যেহেতু অনুকরণ করে কর্মনিরত ব্যক্তির, তাই ট্র্যাজেডির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে দাঁড়ায় দৃশ্যসজ্জা (বা মঞ্চে অভিনেতাদের উপস্থিত হওয়া) অতঃপর আসে সঙ্গীত ও বচন, এরা হচ্ছে অনুকরণের মাধ্যম—বচন বলতে বুঝি শব্দের ছান্দিক সংগঠন; সঙ্গীত কি সে তো সকলেরই জানা।

তার পর ট্র্যাজেডি কোন একটি কর্মের অনুকরণ: এবং কর্মের সঙ্গে আসে কর্মকর্তা যিনি অবশ্যই চরিত্র ও চিন্তার কতগুলো বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন; কেননা চরিত্র ও চিন্তার দ্বারাই আমরা কর্মের গুণ

১. সংজ্ঞার প্রথম অংশে রয়েছে ট্র্যাজেডি কি : ট্র্যাজেডি এক ধরণের অনুকরণ যার
ক. বিষয় : কর্ম, যে কর্ম গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র ও একটা আয়তনসম্পন্ন;
খ. মাধ্যম : ভাষা (সঙ্গীত ও ছন্দ বিভূষিত);
গ. রীতি : বিবরণমূলক নয় কর্মাত্মক (জীবন্ত ও চলমান)।
দ্বিতীয়াংশে আছে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কি সে কথা : ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণা ও ভীতির সৃষ্টি ও বিমোক্ষণ সম্পাদন করা।

নির্দেশ করি। চরিত্র ও চিন্তা কর্মের দুটি স্বাভাবিক কারণও বটে। কর্তার সাফল্য-ব্যর্থতা তাই এ দুইয়ের উপর নির্ভরশীল। নাটকে কর্মের অনুকরণ ঘটে প্লটের কথার মধ্য দিয়ে—কেননা প্লট বলতে বোঝাচ্ছি ঘটনাসমূহের সংগঠন। চরিত্র বলতে বুঝি সেই বস্তু কর্তাকে যা বিশেষগুণে ভূষিত করে[১]। যেখানে কোন বক্তব্য প্রমাণিত হয় বা কোন সাধারণ সত্য বর্ণিত হয় সেখানে চিন্তার প্রয়োজন। কাজেই প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে আছে ছয়টি অংশ—প্লট, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীত; এদের মধ্যে দুটি অনুকরণের মাধ্যম, একটি রীতি, এবং তিনটি বিষয়বস্তু[২]। ট্র্যাজেডিতে এ ছাড়া অন্য কিছু নেই। আমরা বলতে পারি যে, এই উপাদানগুলো প্রত্যেক কবিই ব্যবহার করেছেন; বস্তুত প্রত্যেক নাটকেই দৃশ্য-সজ্জা, চরিত্র, প্লট, বচন, সঙ্গীত ও চিন্তা আছে।

১. এ্যারিস্টটলের কাছে কর্তা ও চরিত্র সমার্থবোধক শব্দ নয়। চরিত্র বলতে কর্তাকে বোঝায় না, বোঝায় কর্তার মানসিক অবস্থাকে। যে অর্থে বাংলায় আমরা বলি লোকটির চরিত্র ভালো বা মন্দ, চরিত্রকে এখানে সে অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এ-বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করেছেন এ্যারিস্টটল।

২. ক. বিষয়বস্তু : প্লট, চরিত্র ও চিন্তা; খ. মাধ্যম : বচন ও সঙ্গীত; গ. রীতি : দৃশ্যসজ্জা।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩৮৩ (১৯৭৬)। পৃ. ৭৯-৮১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ট্র্যাজেডির স্বরূপ

ষান্মাত্রিক ছন্দে রচিত কাব্য এবং কমেডি[১] সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। এখন আগেই যা বলা হয়েছে তা থেকে ট্র্যাজেডির মূলগত বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক একটি সংজ্ঞা তৈরী করে নিয়ে ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত আলোচনা পুনরায় শুরু করা যাক।

ট্র্যাজেডি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমন এক ঘটনা বা ক্রিয়ার অনুকরণ যা গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ এবং বিশেষ আয়তনযুক্ত, যা রচিত হয় নাটকের বিভিন্ন অংশের পক্ষে উপযুক্ত বিচিত্রভঙ্গিম কলাকৌশল ও অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষায়, যা উপস্থাপিত হয় ক্রিয়ারূপে, আখ্যানরূপে নয়, যা করুণা ও ভয় উদ্রিক্ত করে আমাদের অন্তরস্থ ঐ আবেগগুলোর যথাযথ মোক্ষণ[২] ঘটায়। 'অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষা' বলতে এখানে আমি সেই ভাষার কথাই বুঝাতে চাই যা ছন্দ, সুর ও সঙ্গীতযুক্ত। বিভিন্ন অংশের পক্ষে উপযুক্ত বিচিত্রভঙ্গিম কলা-কৌশল বলতে এটাই বুঝি যে এর কোন কোন অংশ শুধু পদ্যেই রচিত হয়, আবার কোন কোন অংশ সঙ্গীত আশ্রয় করেই ফুটে উঠে।

এখন কথা হল, অনুকরণের কাজটি যেহেতু ক্রিয়াশীল মানুষের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে প্রথমতঃ ক্রিয়াশীল মানুষের দৃশ্যসজ্জা অবশ্যই ট্র্যাজেডির এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হবে,

দ্বিতীয়তঃ তাতে সঙ্গীত ও বাচন অবশ্যই থাকবে, কারণ এ সবের মাধ্যমেই অনুকরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'বাচন' বলতে আমি পদ্যে শব্দের মাত্রাগত বিন্যাস বুঝি। আর 'সঙ্গীত' শব্দের অর্থ তো সকলের নিকটই স্পষ্ট।

ট্র্যাজেডিতে ক্রিয়াই অনুকরণ করা হয়ে থাকে এবং তা সংসাধিত হয় চরিত্র ও মনোভঙ্গির[3] কতকগুলো বিলক্ষণ গুণের অধিকারী মানুষের দ্বারা। কর্মকর্তার ঐ চারিত্রিক ও মনোভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আমরা ক্রিয়াসমূহের প্রকৃতিও নির্দেশ করে থাকি। মনোভঙ্গী ও চরিত্রকে তাই ক্রিয়ার দুটি স্বাভাবিক কারণ বলা যায়। সকল মানুষের কর্মের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে এ দুটি জিনিসের উপর। এই যে ক্রিয়ার অনুকরণ বা উপস্থাপন এটিই হচ্ছে ট্র্যাজেডির 'বৃত্ত'। কারণ 'বৃত্ত' বলতে আমি নাটকের ঘটনাপুঞ্জের সুশৃঙ্খল বিন্যাসই বুঝে থাকি। অপর পক্ষে চরিত্র বলতে আমি নাটকের সেই ধর্মটি বুঝি যা ক্রিয়াশীল মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে; আর চিন্তা, যা মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটে কোন কিছু প্রমাণ করার জন্য যুক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে বা কোন বিশেষ মত প্রকাশ করতে তারা গিয়ে যা বলে তাতে।

প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই তাই এর চারিত্র্য-নির্দেশক[4] ছয়টি উপাদান রয়েছে। ঐগুলো হচ্ছে: কাহিনী বা বৃত্ত, চরিত্র, বাচন, মনন, দৃশ্য এবং সঙ্গীত। এর মধ্যে দুটি অনুকরণের মাধ্যম-সম্পৃক্ত, একটি অনুকরণের রীতি সম্পৃক্ত, এবং তিনটি অনুকরণের বিষয়-সংশ্লিষ্ট। এগুলোই ট্র্যাজেডির সার্বিকরূপের ব্যঞ্জনা দিতে সমর্থ, এর বাইরে আর বেশী কিছুর দরকার হয় না। একথা বলা যেতে পারে যে কার্যতঃ প্রায় সকল নাট্যরচয়িতাই তাঁদের সৃষ্টিকর্মে এসব নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করে আসছেন। কারণ সকল নাটকেই সমভাবে দৃশ্য, চরিত্র, কাহিনী বা বৃত্ত, বাচন, সঙ্গীত, এবং মননের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য-সংকেত

১. কমেডি সম্পর্কে আরিস্টটল লিখিত কোন আলোচনাই আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি। তিনি হয়তো তাঁর 'কাব্যনির্মাণকলা' গ্রন্থের যে দ্বিতীয় খণ্ডটি কালের অতলে হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, তাতে কমেডি প্রসঙ্গ আলোচনা করে থাকবেন। ঐ ধরনের একটি বই যে রচিত হয়েছিল, তার পক্ষে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়।

২. গ্রীক 'ক্যাথারস' শব্দজাত ক্যাথারসিস (Katharsis) শব্দের বাংলা প্রতিরূপ আরিস্টটল কর্তৃক ব্যবহৃত 'ক্যাথারসিস' শব্দটির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য নিয়ে সুধীমহলে যে ব্যাপক বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে, এমনটি আর কোন ক্ষেত্রে ঘটে নি। পাঠকগণ এ শব্দটির রূপান্তর ও ব্যাকরণ সন্ধান পাবেন। আগ্রহী পাঠক এ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে চাইলে অবশ্যই এর ব্যাখ্যা হিসেবে লিখিত বাইওয়াটার সাহেবের দীর্ঘ আলোচনাটি পড়ে দেখবেন। তার পরেই অন্যান্য টীকাকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রবৃত্তি আসবে। আরিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করে যে দীর্ঘকালীন বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে জানতে হলে পাঠকগণ নর্থ কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ সালের এম. এ- থিসিস রূপে লিখিত ডি. ডব্লিউ. রবার্টসন (জুনিয়র) সাহেবের 'আরিস্টটলের ট্র্যাজিক ক্যাথারসিস্ মতবাদ সম্পর্কিত বিতর্কের প্রাথমিক জরিপ' নামের গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন।

৩. 'মনোভঙ্গী' অর্থবাচক গ্রীক যে প্রতিশব্দটি আরিস্টটল তাঁর 'কাব্যনির্মাণকলা' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন, সেটি আরিস্টটল ব্যবহৃত এমন তিনটি শব্দের একটি, যার অনুবাদ বা ভাষান্তর অত্যন্ত কঠিন কাজ। আরিস্টটল চার চারবার এর অর্থ ব্যাখ্যানের যে প্রয়াস পেয়েছেন, তা থেকেই মনে হয় তিনিও এটি ব্যবহার করতে গিয়ে বিপন্ন বোধ করেছেন লিডেল এবং স্কট সম্পাদিত গ্রীক অভিধানে উদাহরণসহ শব্দটির পাঁচ রকম অর্থের উল্লেখ রয়েছে : ১. অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য দ্যোতক ভাবনা, ২. চিন্তাপ্রণালী, ৩. চিন্তাশক্তি ও অনুধাবন-ক্ষমতা, ৪. ব্যক্ত ভাবনা কোন শব্দ বা অনুচ্ছেদের তাৎপর্য, ৫. নাটকের চরিত্রসমূহের বাক্য ও আচরণে প্রকাশিত মননশক্তি। তবে আরিস্টটলের প্রদত্ত চারটি ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি যখন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তখন তাঁর মনে প্রধানত: এই তিনটি বিভিন্ন অর্থের বোধই কাজ করে ছিল : ১. বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা বা মননের ক্ষমতা, ২. চিন্তা প্রণালী এবং ৩. যে চিন্তায় মানুষের মন সায় দেয় এবং যার প্রেরণানুযায়ী মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

৪. অর্থাৎ ট্র্যাজেডি সরল অথবা জটিল কিনা, চরিত্র নিয়তির দ্যোতক কিনা, বিয়োগান্ত দৃশ্যসমৃদ্ধ কিনা ইত্যাদি শ্রেণী চরিত্র নির্দেশক।

আমার ধারণা অনুবাদে ও টীকা রচনায় সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় অধিকতর সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। উদ্ধৃতাংশই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান